ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
বা
ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা

Historical Materialism or Materialistic Interpretation of History

By

Bijan Chatterjee

Department of Political Science

Saltora Netaji Centenary College

INTRODUCTION

সামাজিক সমস্যার সমাধানে বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার প্রয়োগ থেকে ইতিহাস সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণা জন্মলাভ করে। মার্কস-এঙ্গেলসের কাছে বস্তুবাদ কেবল জগৎকে ব্যাখ্যা বলতে কী বোঝায় করার একটি তত্ত্বই ছিল না, তা ছিল শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠারও একটি কর্ম-নির্দেশিকা। মার্কসের সমাধিস্থলে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন যে, ডারউইন যেমন জীবজগতের বিবর্তন নীতি আবিষ্কার করেছিলেন, মার্কসও তেমনি মানব-ইতিহাসের বিবর্তনের মূল সূত্রটি (the law of evolution in human history) বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের বিকাশ এবং মনুষ্য-সমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিকাশের ইতিহাসে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগকেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলতে কী বোঝায়, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর ডায়ালেটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে মরিস কর্নফোর্থ বলেছেন, "মার্কসের আবিষ্কারকে ভিত্তি করে সামাজিক পরিবর্তনের নিয়মাবলি ও চালিকাশক্তিগুলি সম্পর্কে যে-সাধারণ তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তা-ই ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত।" ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কেবল সমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অতীত ঘটনাবলিকে ব্যাখ্যা করেই তার কর্তব্য শেষ করে না; সেই সঙ্গে এই তত্ত্ব ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠামো কেমন হবে, সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।

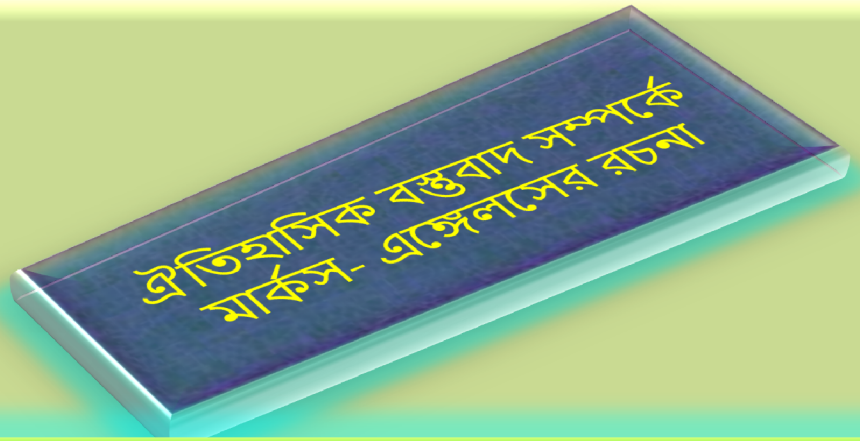

১৮৪৪ সালে রচিত ইকনমিক অ্যান্ড ফিলসফিক্যাল ম্যানাস্ক্রিপ্টস (Economic and Philosophical Manuscripts)-এ-যা 'প্যারিস ম্যানাস্ক্রিপ্টস' নামেও পরিচিত- বিচ্ছিন্নতার সামাজিক ভিত্তি চিহ্নিত করতে গিয়ে মার্কস অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণভাবে হলেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে মার্কস- এঙ্গেলস রচিত দ্য হোলি ফ্যামিলি (The Holy Family, 1845), দ্য জার্মান আইডিওলজি (The German Ideology, 1846), কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (Communist Manifesto, 1848) এবং মার্কসের একক রচনা গ্রুনড্রিসি (Grundrisse, 1857-58-এটি 'ক্যাপিটেল'-এর খসড়া), প্রিফেস টু এ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি (Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy, 1859), ক্যাপিটাল (Capital, 1867) প্রভৃতি গ্রন্থে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা রয়েছে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তিনটি নীতি

মরিস কর্নফোর্থের মতে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তিনটি নীতি অনুযায়ী সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে।

[১] বিজ্ঞানের সাহায্যে আবিষ্কারযোগ্য বিষয়গত নিয়মানুযায়ী সমাজের বিকাশ হয়।

[২] সমাজের বৈষয়িক জীবনের বিকাশের ভিত্তির ওপর বিভিন্ন মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে

[৩] বৈষয়িক জীবনের শর্তাবলির বনিয়াদের ওপর বিভিন্ন ধরনের যেসব মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠান এইভাবে গড়ে ওঠে, সেগুলিই আবার বৈষয়িক জীবনের বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা। সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের পেছনে ভৌগোলিক পরিবেশ, জনসংখ্যা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির ভূমিকা থাকলেও সেগুলির কোনোটিই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে না। এক্ষেত্রে সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জার্মান আইডিওলজি-তে মার্কস- এঙ্গেলস লিখেছেন যে, বাঁচার জন্য মানুষের প্রয়োজন খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান ইত্যাদি। এই বাস্তব প্রয়োজনগুলি পূরণ করার জন্য মানুষকে উৎপাদন-কার্যে অংশগ্রহণ করতে হয়। এইসব উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদন-পদ্ধতি (mode of production)-র ওপর সমাজের বৈষয়িক জীবনযাত্রা নির্ভরশীল। সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ওপর তার বৈষয়িক জীবন, অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে। মার্কস মানব-ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের প্রয়োজনীয় উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাবে মানবসমাজে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সুতরাং, মার্কস-এঙ্গেলসের মতে, উৎপাদন পদ্ধতিই হল সবকিছুর মূল। এর ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে ওঠে সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক। তাই ইতিহাসকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে উৎপাদন-পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন

উৎপাদন-পদ্ধতি

মানুষ তাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক দ্রব্যাদি যেভাবে উৎপাদন ও বিনিময় করে, তাকে। বলা হয়া উৎপাদন-পদ্ধতি। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন- সম্পর্কের সমন্বয়েই সংশ্লিষ্ট সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে ওঠে।

উৎপাদন পদ্ধতির দুটি দিক

উৎপাদন শক্তি (Forces of Production)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী মানুষ এবং তার সঞ্চিত শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির যোগফল হল উৎপাদনশক্তি।

উৎপাদন-সম্পর্ক (Relations of Production)।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মূলত শ্রমীক মালিক সম্পর্ক।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

মার্কস-এঙ্গেলসের মতে, উৎপাদনের দুটি অংশ, অর্থাৎ উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সংগতি বজায় থাকলেই উৎপাদন কার্য চলতে পারে। কিন্তু ক্রমবিকাশের ফলে উৎপাদনশক্তির উন্নতি সাধিত হলে উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। ফলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদন ব্যবস্থার দুটি অংশের মধ্যেকার দ্বন্দ্বই তার পরিবর্তন আনে। এইভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সমাজব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে স্তালিন বলেছেন, "সমাজ-বিকাশের ইতিহাস হল সর্বোপরি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির... এবং জনগণের পারস্পরিক উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদনশক্তির বিকাশেরই ইতিহাস।“

উৎপাদন সম্পর্ক

বৈর উৎপাদন সম্পর্ক (antagonistic productive relations)

যে-সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কুক্ষিগত থাকে, সেই সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক হল বৈরিতামূলক। দাস-সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে বৈর উৎপাদন-সম্পর্ক লক্ষ করা গেছে

অ-বৈর উৎপাদন সম্পর্ক (non-antagonistic productive relations)

যে-সমাজে উৎপাদনকারীরা, অর্থাৎ শ্রমজীবীরা উৎপাদনের উপকরণের মালিক এবং উৎপাদন-পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণকারী, সেই সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক হল প্রকৃতিগতভাবে অবৈর। কারণ, এরূপ সমাজে শোষকশ্রেণির অস্তিত্ব থাকে না। আদিম সমভোগবাদী সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক হল অবৈর উৎপাদন সম্পর্কের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্রেণিসংগ্রাম

সমাজবিকাশের প্রতিটি স্তরে বা পর্যায়ে সম্পত্তি-সম্পর্ক (property-relations)-এর একটি নির্দিষ্ট রূপ প্রাধান্য লাভ করে। সম্পত্তির মালিকানাকে কেন্দ্র ক'রে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। বৈর উৎপাদন সম্পর্কভিত্তিক সমাজে উৎপাদনশক্তির অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নতুন নতুন শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। শাসক ও শোষকশ্রেণি নিজেদের স্বার্থে উৎপাদনশক্তির বৈপ্লবিক উন্নতিসাধ করলেও

উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন সাধনের তীব্র বিরোধিতা করে। এমতাবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যে শোষিতশ্রেণিগুলি শ্রেণিসংগ্রামের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। মার্কস-এঙ্গেলস এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, সামাজিক বিবর্তনের কোনো স্তরেই বিনা সংঘর্ষে উৎপাদন- সম্পর্কের পরিবর্তন সম্পন্ন হয় না। প্রতিটি স্তরেই শ্রেণিদ্বন্দ্ব বা শ্রেণিতে-শ্রেণিতে সংঘর্ষের মাধ্যমেই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজবিপ্লবের মাধ্যমেই কেবল সমাজের পরিবর্তন বা অগ্রগতি সাধিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন, "প্রতিটি পুরাতন সমাজের গর্ভে যখন নতুন সমাজের উদ্ভব ঘটে, শক্তি তখন ধাত্রী হিসেবে কাজ করে।" এইভাবে আদিম সমভোগবাদী সমাজ থেকে শুরু ক'রে একের পর এক দাস-সমাজ, সামন্ত-সমাজ এবং পুঁজিবাদী সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল-আদিম সমভোগবাদী সমাজের শেষ থেকে শুরু ক'রে সমাজতন্ত্রের বিজয় পর্যন্ত

ধন্যবাদ